অধ্যাদেশ নং- , ২০২৪

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২২নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইন)-এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।- (১) এই অধ্যাদেশ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ সনের ২২নং আইন সংশোধন।- বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী আইন ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২২ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত,
এর-

"যে সকল ধারা-উপধারায় 'একাডেমী' শব্দটি রয়েছে সে সকল ধারা-উপধারায় 'একাডেমী' শব্দটির পরিবর্তে 'একাডেমি' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।"

৩। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ২-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ২-এর দফা (ক), (খ), (গ) এবং (ঘ)-এর পরিবর্তে (ক), (গ), (ছ) এবং (জ) দফাসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ধারা ২-এ দফা (খ), (ঘ), (ঙ) ও (চ) দফাসমূহ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

"(ক) 'একাডেমি' অর্থ ধারা ৩-এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি ;

(খ) 'তহবিল' অর্থ একাডেমির তহবিল;

(গ) 'পরিষদ' অর্থ ধারা ৫-এর অধীন গঠিত একাডেমির পরিষদ :

(ঘ) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ঙ) 'বিভাগ' অর্থ ধারা ৮-এ উল্লিখিত একাডেমির সকল বা যে-কোনো বিভাগ;

(চ) 'বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ছ) 'মহাপরিচালক' অর্থ ধারা ৯-এর অধীন নিযুক্ত একাডেমির মহাপরিচালক;

(জ) 'নির্বাহী পরিচালক' অর্থ ধারা ১০-এর অধীন নিযুক্ত একাডেমির নির্বাহী পরিচালক ।"

৪। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ৪-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৪-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ক ও ৪খ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"৪ক। একাডেমির সভাপতি।– (১) রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি নিয়োগ করিবেন;

(২) বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন প্রথিতযশা শিল্পী, শিক্ষাবিদ, প্রাজ্ঞজন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অথবা স্বাধীনতা পদক বা একুশে পদক বা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একাডেমির সভাপতি নিযুক্ত হইবেন;

(৩) একাডেমির সভাপতি তাহার কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন;

(৪) একাডেমির সভাপতি যেকোন সময়ে রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন;
(৫) এই আইন লংঘন বা গুরুতর অনিয়ম বা অসদাচরণের অভিযোগে পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য একাডেমির সভাপতির বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে, কার্যনির্বাহী কমিটি উহা রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিবে এবং রাষ্ট্রপতি স্বীয় বিবেচনায় তাহাঁকে অপসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;
(৬) সভাপতির পদ শূন্য হইলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সভাপতি তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে শূন্য পদে নবনিযুক্ত সভাপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা সভাপতি পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত, সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

৪খ। পরিচালনা ও প্রশাসন।- (১) একাডেমির পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্ব বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং একাডেমি যেসকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে পরিষদও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে। একাডেমির সকল কর্মকান্ড পরিষদের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত হইবে এবং একাডেমির বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা প্রতি বছর মার্চ মাসের পরিষদে কর্তৃক অনুমোদন করিতে হইবে। পরিষদ উহার যে কোনো ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, মহাপরিচালককে অর্পণ করিতে পারিবে। আবার, মহাপরিচালক তাঁহার যে কোনো ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে, তৎকর্তৃক নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, নির্বাহী পরিচালককে বা একাডেমির যে কোনো পরিচালককে অর্পণ করিতে পারিবেন।
(২) পরিষদ উহার দায়িত্ব ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে এই আইন, বিধি ও প্রবিধান অনুসরণ করিবে।

৫। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ৫-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৫-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:
"৫। পরিষদ গঠন ইত্যাদি।- (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদ গঠিত হইবে, যথা:

(ক) মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি, যিনি পরিষদের সভাপতিও হইবেন;

(খ) পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত একজন পরিষদ সদস্য পরিষদের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবে;

(গ) বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা, থিয়েটার, মিউজিক, ফিল্মস বিভাগের চেয়ারম্যানদের মধ্য হতে সার্চ কমিটি কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঘ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত সচিব/ যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) অর্থবিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা;

(চ) সার্চ কমিটি কর্তৃক মনোনীত চারুকলা, আলোকচিত্র, নাট্যকলা, চলচ্চিত্র, সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, জাদু, নিওমিডিয়া, লোকসংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আদিবাসী, শিশুর প্রতিভা বিকাশ এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সহিত সম্পৃক্ত বিশিষ্ট শিল্পকলাবিদ, শিল্পী, গবেষক, শিল্পসমালোচকদের মধ্য হইতে ০৭ (সাত) জন, যাহার মধ্যে ন্যূনতম ১ (এক) জন আদিবাসী শিল্পকলাবিদ, শিল্পী, গবেষক অথবা শিল্পসমালোচক হইবেন;

(ছ) প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি জেলা হতে নির্বাচিত একজন করে শিল্পকলাবিদের প্যানেল হতে সার্চ কমিটি কর্তৃক মনোনীত প্রতি বিভাগের জন্য ১ (এক) জন শিল্পকলাবিদ;

(জ) সার্চ কমিটি কর্তৃক মনোনীত জাতীয় গণমাধ্যমের ১ (এক) জন খ্যাতিমান সাংবাদিক;

(ঝ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নির্বাহী পরিচালক;

(ঞ) মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ঢাকাস্থ শিল্পী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হইতে ১ (এক) জন এবং জেলার কালচারাল কর্মকর্তাদের মধ্য হইতে ১ (এক) জন করে মোট ২ (দুই)জন প্রতিনিধি;

(ট) সার্চ কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা, থিয়েটার, মিউজিক, ফিল্মস ইত্যাদি বিভাগের চেয়ারম্যানদের দ্বারা মনোনীত ছাত্র প্রতিনিধির প্যানেল হতে সার্চ কমিটি কর্তৃক মনোনীত ০১ (এক) জন ছাত্র প্রতিনিধি;

(ঠ) একাডেমির মহাপরিচালক, যিনি পরিষদের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর মেয়াদ স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন:

শর্ত থাকে যে, পরিষদ উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বেই কোনো কারণ না দর্শাইয়া উক্তরূপ কোনো সদস্যকে তাঁহার পদ হইতে প্রত্যাহার বা তাহাঁর মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন;

আরও শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোনো সদস্য সভাপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে-কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিষদ নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে কোনো সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে;

(খ) একাডেমির স্বার্থ বা আদর্শের পরিপন্থি কোনো কর্মকাণ্ডের সহিত জড়িত থাকিলে।

(৪) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে সার্চ কমিটি গঠিত হইবেঃ

(ক) আহবায়কঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির সভাপতি

(খ) সদস্যসচিবঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক

(গ) সদস্যঃ বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক;

(ঘ) সদস্যঃ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন অতিরিক্ত সচিব;

(ঙ) সদস্যঃ প্রেসক্লাব, ঢাকা কর্তৃক মনোনীত জাতীয় গণমাধ্যমের ১ (এক) জন খ্যতিমান ব্যক্তিত্ব।"

৬। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ৭-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৭-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :

"৭। একাডেমির দায়িত্ব ও কার্যাবলী।- একাডেমির নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা :

(ক) জনবান্ধব শিল্পকলা বিকাশের প্রয়োজনে ঐতিহ্যিক শিল্পমাধ্যমের পোষকতা দানের পাশাপাশি নতুনতর চিন্তা ও ভাবজগতের বিস্তারে 'তৃণমূল থেকে চূড়াশীর্ষ' নীতির মাধ্যমে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করা;

(খ) দেশের সকল জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত সাংস্কৃতিক অর্জনের নিরিখে শিল্প-সংস্কৃতি ঋদ্ধ বাংলাদেশ গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে সকল শিল্প মাধ্যমের উন্নয়ন, সমৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও প্রসার ঘটানো, শিল্পের সকল ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধন, সকলের জন্য শিল্প-সংস্কৃতির প্রবাহ তৈরি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উহার সম্প্রসারণ ও সৃজনশীল অর্থনীতির ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা;

(গ) বিশেষজ্ঞ, প্রতিভাবান ও প্রাজ্ঞ শিল্পী এবং কলাকুশলী দ্বারা শিল্প সৃজনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মশালা, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা এবং প্রথিতযশা শিল্পীদের শিল্পকর্ম বা তাঁদের স্থাপনা রক্ষনাবেক্ষন ও উন্নতমানের সংরক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ঘ) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা আনয়নের লক্ষ্যে এবং শিল্পকলার বিশেষ ক্ষেত্র বা ধারার উৎকর্ষ সাধনের উদ্দেশ্যে দেশে ও বিদেশে প্রশাসনিক, পেশাগত ও বিশেষায়িত উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল ক্ষমতাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা;

(ঙ) প্রতিভার বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে দেশের শিল্পকলার সকল শাখার শিক্ষার্থী-শিল্পীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(চ) সকল শিল্প মাধ্যমের অস্বচ্ছল শিক্ষার্থী বা শিল্পীদের জন্য আইন, প্রবিধান, নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও হারে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক বা প্রশিক্ষকদের গুণগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও যথাযথ সম্মানী বা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা;

(ছ) সকল শিল্প মাধ্যমের প্রতিভাবান শিল্পীদের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(জ) সকল শিল্প মাধ্যমের নিবেদিত শিল্পী, শিল্পসমালোচক, কলাকুশলী, নেপথ্যশিল্পী ও প্রতিষ্ঠানের অবদান মূল্যায়ন করিয়া, তাহাদিগকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা ও বীমার আওতায় নেওয়া;

(ঝ) শিল্পকলার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর উৎসব ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা ও প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে কৃতি শিল্পীদের পুরস্কার প্রদান করা;

(ঞ) বিভিন্ন দেশে শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নব নব কলাকৌশল ও ধ্যান ধারণা সম্পর্কে দেশের শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের পরিচিত করিয়া তুলিবার লক্ষ্যে বিদেশ হইতে বিশেষায়িত সাংস্কৃতিক দল বা গোষ্ঠী, শিল্প সংশ্লিষ্ট গবেষক, শিল্পী, প্রথিতযশা ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া দেশের শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের সম্মুখে তাঁহাদের কলাকৌশল পরিবেশনের ব্যবস্থা করা;

(ট) অংশগ্রহনমূলক ও বৈচিত্র্যময় শিল্পচর্চার বিকাশের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা ও শিল্পকলা বিমুখ জনগোষ্ঠীকে শিল্পকলায় অনুপ্রাণিত করার বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের অনুকূলে উপযুক্ত সম্মানী প্রদানের মাধ্যমে শিল্পী কলাকুশলীদের উদ্বুদ্ধ করা;

(ঠ) বিদেশে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে তুলিয়া ধরিবার লক্ষ্যে বিদেশে শিল্পী ও সাংস্কৃতিক দল প্রেরণসহ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্তর্জাতিক উৎসব, অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, মেলা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, আন্তর্জাতিক দিবস ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ এবং দেশে আন্তর্জাতিক উৎসব, অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, মেলা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, জাতীয় দিবস ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ড) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি, কিশোর, যুবক ও আগ্রহী প্রবীনদের প্রতিভা বিকাশ ও সুকুমার বৃত্তির চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করা এবং সকল সম্প্রদায়, মতাদর্শের মানুষদের জন্য শিল্পকলা একাডেমীর দ্বার উন্মুক্ত রাখা এবং তাদেরকে সম্পৃক্ত করা;

(ঢ) শিল্পচর্চার সকল ক্ষেত্রে একাডেমির নিজস্ব জনবল ছাড়াও বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের ব্যবস্থা করা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সুবিধা বৃদ্ধি করা;

(ণ) একাডেমি হতে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা বা উচ্চতর কোর্সের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ত) জ্ঞানের কোন বিশেষ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা এবং উহার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে গবেষণাকেন্দ্র বা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা এবং কোন দেশি বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা বা সহযোগিতা গ্রহন করা;

(থ) দেশের সকল শিল্প মাধ্যমের শিল্পীদের একাডেমিতে তালিকাভুক্তিক্রমে একটি শিল্পী ডাটাবেজ তৈরি ও সময়ে সময়ে হালনাগাদ করা;

(দ) একাডেমি কর্তৃক বিভিন্ন বই, গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা;

(ধ) শিলপকর্ম প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দেশ্যে নীতিমালা অনুসারে একাডেমির মিলনায়তন, মহড়া কক্ষ, সেমিনার রুম, গ্যালারি, মুক্তমঞ্চ, প্রাঙ্গণ ইত্যাদির ভাড়া প্রদান, ভাড়ার হার নির্ধারণ করাসহ এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ন) শিল্পকর্ম ও শিল্পমাধ্যম পরিচর্যা ও এর ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একটি কনজারভেটরি পরিচালনা করা;

(প) একাডেমির প্রয়োজনে কোন ব্যক্তি বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত চুক্তি, সমঝোতা স্মারক, স্কলার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা অনুরূপ কোন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা;

(ফ) সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিশেষ পুরস্কার বা পদক অথবা সম্মাননা প্রদান করা;

(ব)বিধিমালা ও প্রবিধানমালার সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে এরূপ নীতিমালা প্রণয়ন ও জারী করা; এবং

(ভ) উল্লিখিত কার্যাবলির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।"

৭। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ৭-এর পর নূতন ধারা সন্নিবেশ।- উক্ত আইনের ধারা ৭-এর পর একটি নূতন ধারা '৭ক' সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

"৭ক। পুরস্কার, সম্মাননা ও পদক প্রদান।- সরকার পূর্বানুমোদনক্রমে বাংলাদেশ শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য একাডেমি পুরস্কার, সম্মাননা ও পদক প্রদান করিতে পারিবে।"

৮। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ৮-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ৮-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"**একাডেমির বিভাগ।**— (১) একাডেমির নিম্নলিখিত বিভাগ থাকিবে, যথাঃ-

(ক) দৃশ্যশিল্প বিভাগ;

(খ) আলোকচিত্র বিভাগ;

(গ) নাট্য বিভাগ;

(ঘ) সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি বিভাগ;

(ঙ) প্রশিক্ষন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ;

(চ) গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ;

(ছ) প্রযোজনা ও মিডিয়া বিভাগ।

(জ) প্রশাসন বিভাগ;

(ঝ) অর্থ ও হিসাব বিভাগ;

(২) পরিষদের অনুমোদনক্রমে একাডেমি নতুন বিভাগ সৃষ্টি করিতে পারিবে, উপধারা (১) এ উল্লিখিত বিভাগগুলির যেকোন বিভাগ বিলুপ্ত করিতে পারিবে এবং উহাদের পুনর্বিন্যাস করিতে পারিবে।

(৩) প্রশাসন বিভাগ নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্বে ন্যস্ত থাকিবে এবং অন্যান্য বিভাগ একজন পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে।

(৪) প্রতিটি বিভাগ একাডেমি কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করিবে।"

৯। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ৯-এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৯-এর (ক) উপধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে;

"(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহার চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, একই ব্যক্তি দুই মেয়াদের অধিক নিয়োগ লাভ করিবেন না।"

(খ) উপধারা (৩)-এ 'সচিব' শব্দের পরিবর্তে ' নির্বাহী পরিচালক' শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপধারা (৪)-এ 'মুখ্য' শব্দের পরিবর্তে 'প্রধান' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(ঘ) উপধারা (৪)-এর দফা (গ)-এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (ঘ) ও (ঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:

"(ঘ) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধানাবলি প্রতিপালন নিশ্চিত করিবেন;

(ঙ) এই আইন লংঘন বা গুরুতর অনিয়ম বা অসদাচরণের অভিযোগে পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্য একাডেমির সভাপতির নিকট মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অনাস্থা জ্ঞাপন করিলে, একাডেমির সভাপতি উক্ত বিষয়ে যথাযথ গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করিবেন এবং সরকার তাহাকে অপসারণের

লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তাছাড়া সরকার মহাপরিচালককে তাহাঁর পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে যদি তিনি-

ক) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

খ) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্বীয় দায়িত্ব বহির্ভুত অন্য কোন পদে নিয়োজিত হন;

গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হন বা

ঘ) কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন।"

১০। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১০- এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ১০-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১০ক, ১০খ ও ১০গ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"১০ক। **নির্বাহী পরিচালক।**— (১) একাডেমির একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন;

(২) নির্বাহী পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাঁর চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে;

(৩) নির্বাহী পরিচালক মহাপরিচালককে তাহাঁর যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্মে সহায়তা করিবেন;

(৪) নির্বাহী পরিচালকের পদ শূন্য হইলে বা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে নির্বাহী পরিচালক তাহাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা নির্বাহী পরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার একাডেমির কোন কর্মকর্তাকে নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

১০খ। আইন কর্মকর্তা।— (১) একাডেমির একজন আইন কর্মকর্তা থাকিবেন;

(২) আইন কর্মকর্তা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাঁর চাকুরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে;

(৩) আইন কর্মকর্তা মহাপরিচালককে তাহাঁর যাবতীয় আইনী বিষয়ে সহায়তা করিবেন।

১০গ। চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদের অনুমোদনক্রমে চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে এবং এইরূপ বিশেষজ্ঞ পরামর্শক নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি বিধি বিধান অনুসরণ করিতে হইবে;

(২) উপধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত পরামর্শকের চুক্তির মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বছর এবং কোন ব্যক্তিকে দুইবারের বেশি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যাইবেনা"

১১। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১১-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ১১-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"১১। সরকারি কর্মচারী।- (১) একাডেমি উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) একাডেমির সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে;

(৩) একাডেমির সরকারি কর্মচারী বলতে একাডেমির সার্বক্ষনিক বেতনভোগী যেকোন শিল্পী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী স্থায়ী বা অস্থায়ী যাহাই হউক বুঝাইবে।"

১২। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন, ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১২ (৩)-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা **১২ (৩)**-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা **১২ (৩)**-প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"১২ (৩) নূনতম ১৩ (তের) জন সদস্য সমন্বয়ে পরিষদের সভার কোরাম গঠিত হইবে। "

১৩। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১৩-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ১৩-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

"১৩। **কার্যনির্বাহী কমিটি।**- (১) মহাপরিচালককে তাঁহার কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য একাডেমির একটি কার্যনির্বাহী কমিটি থাকিবে;

(২) এই কমিটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক ও নির্বাহী পরিচালকসহ সকল বিভাগের পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত হইবে;
(৩) মহাপরিচালক কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি হইবেন এবং নির্বাহী পরিচালক উহার সদস্যসচিব এর দায়িত্ব পালন করিবেন;
(৪) কমিটি প্রতি পনের দিনে কমপক্ষে একবার সভায় মিলিত হইবে, তবে কমিটির সভাপতি প্রয়োজনবোধে যেকোন সময় কমিটির সভা আহবান করিতে পারিবেন;
(৫) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একাডেমি প্রয়োজনে উহার প্রধান কার্যালয়ে, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি পরিষদের অনুমোদনক্রমে ও নীতিমালা অনুযায়ী বা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, মেয়াদ ও শর্তে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে এবং উহাদের কার্যপরিধি, দায়িত্ব ও কর্তব্য, সভা সংক্রান্ত বিষয়াবলি, ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে পারিবে।”

১৪। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১৫-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ১৫-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:
“১৫। তহবিল।- (১) একাডেমির একটি তহবিল থাকিবে, উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ জমা হইবে, যথা :
(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;
(গ) একাডেমির মিলনায়তন, মহড়া কক্ষ, সেমিনার রুম, গ্যালারি, মুক্তমঞ্চ, প্রাঙ্গণ, ইত্যাদির ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;
(ঘ) একাডেমি কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থ, দেশের ও দেশের বাহিরে অন্য কোনো সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত একাডেমির বইয়ের রয়্যালটি এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুরোধে প্রস্তুতকৃত পান্ডুলিপি, রচনা বা দলিলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ;
(ঙ) সরকার বা সরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুরোধে একাডেমি কর্তৃক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিবেশন ও প্রদর্শনীর জন্য প্রাপ্ত অর্থ;
(চ) উপধারা (৪)-এর বিধান-অনুসারে তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়;
(ছ) পরিষদের অনুমোদনক্রমে দেশি, বিদেশি, সরকারি বা বেসরকারি উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;
(জ) বিজ্ঞাপন ও অনলাইন কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত আয়;
(ঝ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়; এবং
(ঞ) অন্য কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।
(২) তহবিলে জমাকৃত অর্থ এক বা একাধিক ‘তপশিলি ব্যাংক’ এ জমা রাখা যাইবে এবং বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।
[ব্যাখ্যা।‘‘তফসিলি ব্যাংক’’ বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. NO. 127 of 1972) এর Article 2(J) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank-কে বুঝাইবে।]
(৩) তহবিল হইতে একাডেমির প্রয়োজনীয় ও যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা হইবে।
(৪) সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে তহবিলের অংশ বিশেষ বিনিয়োগ করা যাইবে।
(৫) একাডেমি, পরিষদের অনুমোদনক্রমে, প্রয়োজনবোধে, কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।
(৬) বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে তহবিল পরিচালিত হইবে।”

১৫। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১৬-এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ১৬-এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:

“১৬। বার্ষিক বাজেট বিবরণী।- (১) একাডেমি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ- বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ-বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।
(২) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের অর্থ এক খাত হইতে অন্য খাতে স্থানান্তর এবং ব্যয় করা যাইবে না।”

১৬। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১৭-এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১৭-এর
“(ক) উপধারা (৩)-এ উল্লিখিত ‘সচিব’ শব্দের পরিবর্তে “ নির্বাহী পরিচালক” শব্দগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে
(খ) উপধারা (৩)-এর পর একটি নূতন উপধারা ‘(৪)’ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীন হিসাব-নিরীক্ষা ছাড়াও Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article ২(১) (ন) তে সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড একাউনটেন্ট দ্বারা একাডেমির হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে একাডেমী এক বা একাধিক চার্টার্ড একাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।“;

১৭। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১৯-এর পর নূতন ধারা সন্নিবেশ।- উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর পর একটি নূতন ধারা ‘১৯ক’ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :
“১৯ক। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।”

১৮। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনের ধারা ১৯-এর পর নূতন ধারা সন্নিবেশ।- উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর পর একটি নূতন ধারা ‘১৯খ’ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:
“১৯খ। তদন্তের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একাডেমির সার্বিক কর্মকান্ড বা
কোনো বিশেষ বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য সরকার কমিটি গঠন করিতে পারিবে।
(২) কমিটি, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, তদন্তের বিষয়ে উহার প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রদান করিবে, এবং উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে সরকার, প্রয়োজনবোধে, একাডেমিকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।”

১৯। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি আইন ১৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২নং আইনে নূতন ধারা সংযোজন।- উক্ত আইনের ধারা ২১-এর পর একটি নূতন ধারা ২২ সংযোজিত হইবে, যথা:-
“২২। ইংরেজিতে অনুদিত পাঠ প্রকাশ।- (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।
(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।”